দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 JUN 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

34

টি টি কলেজে ভর্তির নামে এ ভোগান্তির অবসান চাই

গত ১০ই জুন ১৯৯৫ইং তারিখ হয়ে গেল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বি এড কোর্সে ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য মৌখিক পরীক্ষা। আমি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে সে অনুযায়ী দরখাস্ত করি এবং আমার নামে মৌখিক পরীক্ষার কার্ড ইস্যু করা হয়। আমি শর্তানুযায়ী মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। মৌখিক পরীক্ষার সব প্রশ্নের উত্তরও সঠিকভাবে দিয়েছি তবু ও আমার ভর্তি যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।

সকাল ৮টায় মৌখিক পরীক্ষার দিন ১০০ টাকা সংগে নিয়ে উপস্থিত হলাম। বহু ঝক্কি-ঝামেলার পর টাকা জমা দিয়ে বসে রইলাম মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য। সকাল ৯-৩০মিঃ পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কোন খোঁজ-খবর নেই। অবশেষে ৯-৪৫মিঃ শুরু হল মৌখিক পরীক্ষা। একটানা বিকেল ৩-৩০মিঃ পর্যন্ত, মাঝে চা-পানের জন্য আধ ঘন্টা বিরতি। আমার ক্রমিক নম্বর পড়েছে শেষের দিকে কাজেই পরীক্ষাও হবে শেষে। অবশ্য পরীক্ষা বোর্ড অনেকগুলো করা হয়েছিল। সেই সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩-৩০মিঃ পর্যন্ত মোট সাড়ে সাত ঘন্টা এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা যে কত কষ্টের তা ভুক্তভোগীরাই জানে। কারণ সেখানে বসার মতো কোন সুব্যবস্থা ছিল না। আর বসে বসে এত সময় তীর্থের কাকের মতো ধৈর্য কারো থাকার কথাও নয়। এত কষ্ট করেও কোন দুঃখ ছিল না যদি ভর্তির জন্য নির্বাচিত হতাম। কারণ ছাত্রছাত্রী বাছাই করা হয়েছে সেই মান্ধাতা আমলের নিয়মে অর্থাৎ পয়েন্টের ওপর ও ডিগ্রিতে প্রাপ্ত মার্কের ওপর ভিত্তি করে। এখানে মৌখিক পরীক্ষা লোক দেখানো আর কেন্দ্র ফি বৈধ করার জন্য। কারণ মৌখিক পরীক্ষার ফি ১০০ টাকা এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু এখানে কোন লিখিত পরীক্ষা হয়নি। এখন আমাদের কথা হল, এভাবে বেকার, নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের হয়রানি করে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসায়িক দিকটাই তুলে ধরেছে জনগণের সামনে। যদি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হল তাহলে কেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে ডেকে এনে মৌখিক পরীক্ষার নামে প্রহসন করা? কেন অসহায় বেকার যুবক-যুবতীদের কাছ থেকে ১০০ টাকা গ্রহণ করা। মৌখিক পরীক্ষার আধঘন্টা পরেই অর্থাৎ ৪ টায় চূড়ান্ত তালিকা দেয়া হল। এর অর্থ এই নয় কি যে চূড়ান্ত তালিকা অনেক আগেই করা হয়েছে। নতুবা কয়েক হাজার ছাত্রের তালিকা তৈরি করা (মেধাক্রম অনুযায়ী) সময়সাপেক্ষ ব্যাপার নয় কি? শুধুমাত্র ব্যবসায়িক কারণেই অসহায়, বেকার যুবক যুবতীদের টাকা নষ্ট, সময় নষ্ট ও অযথা হয়রানি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই টি টি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে বিশেষভাবে নিবেদন যে, পূর্বের মতো লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করে, মেধা স্কোর করে তৈরি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হউক। শিক্ষকদের কোটা পদ্ধতি বাদেই এগুলো করা যেতে পারে। এতে ছাত্রছাত্রীদের সময় বাঁচবে, কষ্ট কম হবে, অযথা হয়রানির শিকার হতে হবে না। মৌখিক পরীক্ষায় যতটা দুর্নীতি অবলম্বন করা যায় লিখিত পরীক্ষায় ততটা সম্ভব নয়। কাজেই কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, প্রতিবছর মৌখিক পরীক্ষার নামে হয়রানি না করে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করুন।

বিবেকানন্দ মল্লিক
৭/এফ, পশ্চিম হাজিপাড়া,
রামপুরা, ঢাকা-১২১৭